শনির পর কেন আসে রবিবার

ভাবার মতোই প্রশ্ন বটে! শনির পরে রবিবার না এসে সোমবার বা মঙ্গলবারও তো আসতে পারত। বারগুলির এই ক্রম কে ঠিক করল ? উত্তর খুঁজেছেন বিমান নাথ

সোমবারের পর কেন আসে মঙ্গলবার? অর্থহীন প্রশ্নের মতো শোনালেও প্রশ্নটা আদৌ আজগুবি নয়। সপ্তাহের দিনগুলির নাম যেহেতু আকাশের গ্রহ আর উপগ্রহদের দিয়েই চিহ্নিত (রবি যদিও একটি নক্ষত্র), তা হলে সোম-মঙ্গল-বুধ এই অনুক্রমটির সঙ্গে সৌরমণ্ডলে গ্রহ আর উপগ্রহের অবস্থানের মিল নেই কেন? সৌরমণ্ডলে কোথায় শুক্র আর কোথায় শনি, — সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে একটি দ্বিতীয় আর একটি একেবারে মঙ্গল-বৃহস্পতি পেরিয়ে— অথচ শুক্রবারের পরেই চলে আসে শনিবার।

মজার ব্যাপার, বারগুলির এই অনুক্রমটি অন্য অনেক দেশেও আছে। যদিও যে ভাষাগুলিতে লাতিনের প্রভাব পড়েছে, সেগুলিতে কিছু অদলবদল হয়েছে, গ্রহদের নামের জায়গায় সেই গ্রহদের সঙ্গে জড়িত রোমান দেবদেবীর নাম ঢুকে পড়েছে। আর অন্য কয়েকটি ভাষায়, যেমন ইংরেজি বা জার্মানে,

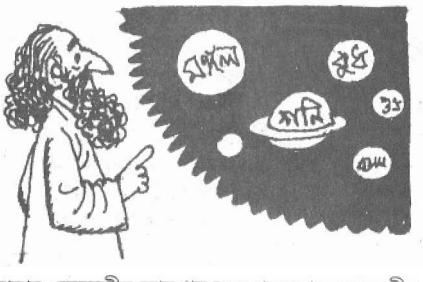

রোমান দেবদেবীর জায়গায় অন্য সভ্যতার দেবদেবীর নাম এসে গেছে। রোমানদের কাছে বৃহস্পতি যেমন আকাশের দেবতা, তেমনই ভাইকিংদের বজ্রের দেবতা 'থর'। তাই বৃহস্পতি-বার ইংরেজিতে হয়ে গেছে **Thursday** বা Thor's-day। কী করে আমাদের ভাষাগুলিতে সপ্তাহের দিনের এই বিশেষ অনুক্রমটি পাকাপাকি ভাবে এল, সেটিও সত্যিই খুঁজে দেখার মতো একটি বিষয়।

শুধু এখনকার ভাষায় নয়, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এই বারের সঙ্গে গ্রহদের সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া গেছে ব্যাবিলনে। ব্যাবিলনে নক্ষত্র ছাড়া আকাশে অন্যান্য যে জ্যোতিষ্ক **ঘুরে বেড়ায়— সূর্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল,** বৃহস্পতি আর শনি (খালি চোখে যেহেতু ইউরেনাসের পরের গ্রহদের দেখা যায় না) — তাদের মনে করা হত একেকজন দেবদেবী, যাঁদের প্রভাব পড়ে পৃথিবীর মানুষের জীবনে। তারা এই 'গ্রহ'দের সাজিয়েছিল আকাশে এদের গতি অনুসারে, পৃথিবী থেকে যেরকমটি মনে হয়। (চন্দ্র ছাড়া আসলে যদিও কোনও বস্তু পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না।) যেমন পৃথিবীর আকাশে একই জায়গায় ফিরে আসতে শনির লাগে সবচেয়ে বেশি সময়, ২৯ বছর। এর পর আসে বৃহস্পতি (১২ বছর), মঙ্গল (৬৮৭ দিন), সূর্য (৩৬৫ দিন), শুক্র (২২৫ দিন), বুধ (৮৮ দিন) আর চন্দ্র (২৭ দিন)। এই অনুক্রমেই বারগুলো সাজানো থাকলে সহজ হত না কি?

ওপরের এই ক্রমটির মধ্যেই কিন্তু আমাদের বারের ক্রম লুকিয়ে আছে। সেটা পেতে গেলে কোনও একটি দিনে শুরু করে তার পরের দুটি গ্রহ ছেড়ে দিতে হবে। যেমন যদি রবিবার দিয়ে শুরু করি, তা হলে এর পরের শুক্র আর বুধকে ছেড়ে দিলে পাব চন্দ্র, মানে সোমবার। তারপর (আবার শুরুতে ফিরে গিয়ে) শনি আর বৃহস্পতিকে ছেড়ে দিয়ে পাই মঙ্গলবার। প্রশ্ন হল, এই অদ্ভুত নিয়ম এল কোথা থেকে!

রোমান-ইতিহাস-লেখক প্লুটার্কের ১০০ খ্রিস্টাব্দে লেখা একটি বইয়ের সূচিপত্রের পাতায় তাঁর একটি প্রবন্ধের কথা জানা যায়, যার বিষয় ছিল 'বারগুলি গ্রহদের ক্রমানুযায়ী সাজানো হয় কেন?' সেই বইটি অবশ্য কখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালের আরেকজন ইতিহাস-রচয়িতা, দিও ক্যাসিওসের লেখায় তখনকার দিনের জ্যোতিষীদের একটি প্রচলিত প্রথার কথা জানা যায়। এই প্রথা অনুসারে, যা মনে করা হয় আলেকজান্দ্রিয়াতে শুরু হয়েছিল, দিনের প্রতিটি ঘণ্টাকে এই সাতটি গ্রহদের নামে চিহ্নিত করা। আর দিনের প্রথম ঘণ্টার সঙ্গে জড়িত গ্রহ'কে ভাবা হত সেই দিনের সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী 'গ্রহ', এবং দিনটিকে সেই গ্রহের নাম দেওয়া হত।

জ্যোতিষীদের এই বিশ্বাসই আমাদের ভাষায় বারগুলিকে এখনকার মতো সাজিয়েছে। দিনে ২৪ ঘণ্টার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন সাতটি গ্রহের সাতজন দেবতা। প্রথম দিনের প্রথম ঘণ্টার ভার যদি শনির হাতে দেওয়া যায় (শনি যেহেতু আমাদের তালিকায় সবচেয়ে ওপরে), তা হলে এর পরের ঘণ্টাগুলির 'রক্ষাকর্তা' হবে একে একে বৃহস্পতি, মঙ্গল, রবি, শুক্র ... ইত্যাদি। কিন্তু ২৪-কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে অবশিষ্ট থাকে তিন। তাই ২২, ২৩, ২৪ নম্বর ঘণ্টার নাম হবে আবার শনি, বৃহস্পতি আর মঙ্গলের নামে। আর তা হলে ২৫-তম ঘণ্টা, যেটা পরের দিনের প্রথম ঘণ্টা হবে, সেটা হবে রবির নামে চিহ্নিত। তাই শনিবারের পরের দিনের নাম হবে রবিবার। ঠিক একই নিয়মে দেখা যাবে ২৯-তম ঘণ্টার (তৃতীয় দিনের প্রথম ঘণ্টা) ঘরে থাকবে চন্দ্র, আর তৃতীয় দিনের নাম হবে সোমবার।

প্রাচীন ভারতে সপ্তাহ, ঘণ্টা ইত্যাদির ব্যবহারে গ্রিক আর ব্যাবিলনীয় সভ্যতার প্রভাব পড়েছে বলে ইতিহাস-রচয়িতারা মনে করেন। আলেকজান্ডারের এশিয়া বিজয়ের পর ইউরোপ, মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতের আরও যোগাযোগ বাড়ে। তাই বর্তমানের বেশিরভাগ ভাষায় যে একই ধরনের দিনের ক্রম সাজানো আছে, তা মোটেই আশ্চর্যের নয়।

ছবি : দেবাশিস দেব